তারিখ ... 11 MAR ...
পৃষ্ঠা ১৯ ... কলাম ২ ...

এমপিওভুক্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

তথ্য যাচাই-বাছাইয়ে হয়রানির অভিযোগ

■ কামরান সিদ্দিকী

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বোর্ড কর্তৃক এমপিওভুক্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর তথ্য যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি উঠেছে। এতে কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। সব শর্ত পূরণের পর এমপিওভুক্তি সত্ত্বেও নতুন করে এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে এ যাচাই-বাছাইয়ের ফলে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কারিগরিতে জনবলের বৈষম্য নিরসনের দাবি জানিয়েছেন তারা। তবে অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, সব নিয়ম মেনেই যাচাই-বাছাইয়ের কাজ হচ্ছে এবং কাউকে হয়রানি করা হচ্ছে না।

অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে এমপিওভুক্ত কারিগরি এইচএসসি (বিএম) এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এক হাজার ৬৩০টি। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। এই জনবলের এমপিওভুক্তির সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৬ জানুয়ারি নির্দেশনা জারি করা হয়। সে অনুযায়ী ২৪ জানুয়ারি থেকে যাচাইয়ের নির্ধারিত তথ্য ছক পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ১৮ ধরনের কাগজপত্রের যথাযথ প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে অধিদপ্তরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। এর মধ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগে বোর্ড ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধির নিয়োগপত্র চাওয়া হয়। তবে ২০০৫ সাল বা তার আগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের এসব কাগজপত্রের প্রয়োজন হতো না। তাই অনেক প্রতিষ্ঠানপ্রধানই নির্ধারিত তারিখে এসব কাগজ জমা দিতে যাননি। কিন্তু যারা গেছেন, তাদের অনেককে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষক বলেন, এসব কাগজ না থাকার কথা বলায় অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তা আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার কথা বলছেন। এটা ওই কর্মকর্তাদের অনৈতিকভাবে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার নতুন কৌশল। তা না হলে যারা শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এমপিও পেলেন, তাদের নতুন করে হয়রানির আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এটা না করে নতুন করে যারা এমপিওভুক্ত হবেন, কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে নেওয়ার দিকে তাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে কারিগরি (বিএম) কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এস এম ফারুক আহমেদ বলেন, 'কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় যখন এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছিল, তখন সব কাগজ ও তথ্য যাচাই-বাছাই করেই বেতন-ভাতা প্রদান করেছিল। তা ছাড়া দেশের সব বিভাগের এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা ও নিয়োগ-সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর রয়েছে। এই দায়িত্ব কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা অধিদপ্তরের এখতিয়ারের মধ্যে নেই। তাই এত বছর পরে এসব কাজের উদ্দেশ্য কী, সেটা বোধগম্য নয়।'

বিষয়টি নিয়ে অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (এমপিও) জহুরুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদিষ্ট হয়েই অধিদপ্তর যাচাই-বাছাই শুরু করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যখন নিয়োগ পেয়েছিলেন, সে সময়ের শর্তানুসারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। যার যেটা ছিল না, তাকে নতুন করে সে কাগজ দিতে হবে না।' শিক্ষকদের হয়রানি করে আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে তিনি বলেন, 'কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান। এখানে হয়রানির কোনো ব্যাপার নেই।' এ ব্যাপারে প্রমাণ থাকলে দাখিল করতে বলেন তিনি।

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈষম্য : জনবলের বিচারে সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কারিগরির রয়েছে

■ পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ২

তথ্য যাচাই-বাছাইয়ে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

বিশাল ফারাক। এটাকে বড় বৈষম্য হিসেবে দেখছেন কারিগরির শিক্ষকরা। এতে শিক্ষা কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক কাজে পিছিয়ে পড়ছে এসব প্রতিষ্ঠান। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষকের পদ ও সহকারী লাইব্রেরিয়ানের পদ থাকলেও কারিগরিতে নেই। আগে কারিগরিতে সহকারী লাইব্রেরিয়ানের পদ ছিল। তবে অধিদপ্তর ওই পদ বিলুপ্ত করেছে। একে বড় বৈষম্য হিসেবে মনে করেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়া, পিয়ন, দারোয়ানসহ তিন-চারটি চতুর্থ শ্রেণির পদ এবং তৃতীয় শ্রেণির পদ আছে দুটি। পক্ষান্তরে, কারিগরিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ আছে একটি করে। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক ও ছাত্রী থাকায় আয়া খুবই প্রয়োজন। এ ছাড়া সাধারণ প্রতিষ্ঠানে মোট কোর্সের ১৩০০ নম্বরের জন্য ১০/১২ জন শিক্ষক থাকলেও কারিগরিতে দুই হাজার নম্বরের জন্য শিক্ষক মাত্র পাঁচজন।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালে কারিগরির জনবল বৃদ্ধির জন্য একটি প্রস্তাব অনলাইনে দিয়েছিল। তৎকালীন শিক্ষা সচিবের সঙ্গে এ বিষয়ে কারিগরি শিক্ষক নেতৃবৃন্দের আলোচনাও হয়। তখন জনবল বাড়ানোর ব্যাপারে অঙ্গীকার করা হলেও সেই জনবল কাঠামো এখনও অনুমোদন হয়নি।

এসব বিষয়ে অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়মের অভিযোগ এনে এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৈষম্যের নিরসন চেয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কাজী কেরামত আলী বরাবর গত ৩০ জানুয়ারি লিখিত আবেদন জমা দিয়েছে কারিগরি (বিএম) কলেজ শিক্ষক সমিতি।